# ৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

## বাংলা

**লেকচার: ০১**

**টপিক:**
সিলেবাস আলোচনা, ব্যাকরণের মৌলিক আলোচনা (ভাষা, ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর), শব্দ ও শব্দের প্রকারভেদ, শব্দ গঠন-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন, উপসর্গযোগে শব্দ গঠন।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

# সিলেবাস আলোচনা (বাংলা ১ম ও ২য় পত্র)

## বাংলা

পূর্ণমান – ২০০

### বাংলা প্রথম পত্র

পূর্ণমান – ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

১। **ব্যাকরণ-** ৫ × ৬ = ৩০

(ক) শব্দ গঠন

(খ) বানান/বানানের নিয়ম

(গ) বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

(ঘ) প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

(ঙ) বাক্য গঠন

২। ভাব-সম্প্রসারণ ২০

৩। সারমর্ম ২০

৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ৩০

# সিলেবাস আলোচনা (বাংলা ১ম ও ২য় পত্র)

## বাংলা দ্বিতীয় পত্র

**পূর্ণমান – ১০০**

**(শুধুমাত্র সাধারণ-ক্যাডারের জন্য)**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) | ১৫ |
| ২। | কাল্পনিক সংলাপ | ১৫ |
| ৩। | পত্র লিখন | ১৫ |
| ৪। | গ্রন্থ সমালোচনা | ১৫ |
| ৫। | প্রবন্ধ রচনা | ৪০ |

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপর্যালোচনা

| বিষয় | ৪৪ | ৪৩ | ৪১ | ৪০ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৬ | ৩৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শব্দ গঠন | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ |
| বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | - | ১ | ১ |
| বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ | - | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | - |
| প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| বাক্য গঠন | ১ | ১ | ১ | ১ | - | ১ | ১ | ১ |
| প্রাচীন যুগ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | - | ১ | ১ |
| মধ্যযুগ | - | ২ | ১ | ৩ | ১ | ২ | ৪ | ৩ |
| আধুনিক যুগ | ৯ | ৭ | ৮ | ৬ | ৯ | ৮ | ৫ | ৬ |

# ‘উত্তরণ’ বাংলা (লিখিত) লেকচার সূচি

| লেকচার নং | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণ মান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার-০১ | বাংলা ব্যাকরণ | সিলেবাস আলোচনা, ব্যাকরণের মৌলিক আলোচনা (ভাষা, ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর), শব্দ ও শব্দের প্রকারভেদ, শব্দ গঠন-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন, উপসর্গযোগে শব্দ গঠন। | ৩০ | ৪৫ | ৪৫ | ৬০ | ৫৫ |
| লেকচার-০২ | | শব্দ গঠন-সমাসযোগে শব্দ গঠন, সন্ধিযোগে শব্দ গঠন, পদ-প্রকরণ ও পদের ব্যবহার, দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন, পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন, বচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন। | ৩০ | ৪৫ | | | |
| লেকচার-০৩ | | বানান ও বানানের নিয়ম: বাংলা বানানের নিয়মাবলি (সন্ধিঘটিত, সমাসঘটিত, প্রত্যয়ঘটিত, লিঙ্গঘটিত, বচনজনিত, যুক্তব্যঞ্জন সংক্রান্ত, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান এবং বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের তৎসম এবং অ-তৎসম বানানের নিয়ম) | ৩০ | ৪৫ | | | |
| লেকচার-০৪ | | বাক্য শুদ্ধি, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বাক্য গঠন ও রূপান্তর: সরল, জটিল, যৌগিক, অস্তিবাচক, নেতিবাচক, প্রশ্নবোধক। | ৩০ | ৪৫ | | | |

# ‘উত্তরণ’ বাংলা (লিখিত) লেকচার সূচি

| লেকচার নং | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণ মান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার-০৫ | বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক, গ্রন্থ সমালোচনা, পত্র ও প্রতিবেদন লিখন। | প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ, বাগ্‌ধারা।<br>গ্রন্থ-সমালোচনা–১: (বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা, শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত গ্রন্থ/তাঁকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা, ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা, উপন্যাস, গল্প, কবিতাগ্রন্থ ও অন্য সবগুলো) | ৩০ | ৫০ | ৬০ | ৮০ | ৭৫ |
| লেকচার-০৬ | | প্রাচীন যুগ, যুগ বিভাগ ও চর্যাপদ, অন্ধকার যুগ, ডাক ও খনার বচন।<br>গ্রন্থ-সমালোচনা–২: (ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গ্রন্থের সমালোচনা) | ৩০ | ৫০ | | | |

# ‘উত্তরণ’ বাংলা (লিখিত) লেকচার সূচি

| লেকচার নং | ক্লাস টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণ মান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার-০৭ | বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক, গ্রন্থ সমালোচনা, পত্র ও প্রতিবেদন লিখন। | শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও আরাকান রাজসভা, লোকসাহিত্য, কবিগান ও পুঁথিসাহিত্য এবং মর্সিয়া সাহিত্য। | ৩০ | ৫০ | ৬০ | ৮০ | ৭৫ |
| লেকচার-০৮ | | আধুনিক যুগ-১: যুগসন্ধিক্ষণ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।<br>প্রতিবেদন লিখনের নিয়মাবলি। | ৩০ | ৫০ | | | |
| লেকচার-০৯ | | আধুনিক যুগ-২: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা সাহিত্যে পঞ্চ পাণ্ডব (১. অমিয় চক্রবর্তী ২. বুদ্ধদেব বসু ৩. জীবনানন্দ দাশ ৪. বিষ্ণু দে ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), জীবনানন্দ দাস।<br>পত্র লিখনের নিয়মাবলি। | ৩০ | ৫০ | ৪৫ | ৬০ | ৫৫ |

# ‘উত্তরণ’ বাংলা (লিখিত) লেকচার সূচি

| লেকচার নং | ক্লাস টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণ মান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার-১০ | বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সমালোচনা, পত্র ও প্রতিবেদন লিখন। | আধুনিক যুগ-৩: কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী ও ফররুখ আহমদ এবং সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা।<br>কাল্পনিক সংলাপ। | ৩০ | ৫০ | ৪৫ | ৬০ | ৫৫ |
| লেকচার-১১ | | আধুনিক যুগ-৪: মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, জহির রায়হান, শহীদুল্লাহ কায়সার, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, মুনির চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ। | ৩০ | ৫০ | | | |
| লেকচার-১২ | | আধুনিক যুগ-৫: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কবি কায়কোবাদ ও বেগম রোকেয়া<br>ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্য, সম্প্রতি আলোচিত বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ।<br>বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন চলচ্চিত্র। | ৩০ | ৫০ | | | |

# ‘উত্তরণ’ বাংলা (লিখিত) লেকচার সূচি

| লেকচার নং | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণ মান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার-১৩ | সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ ও রচনা | সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ ও রচনা-১:<br>সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ (সাধারণ আলোচনা ও নিয়মাবলি)<br>রচনা (উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিবেশ বিষয়ক, সামাজিক বিষয়াবলি, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক, সাম্প্রতিক বিষয়াবলি) | ৮০ | ৯৫ | ৮০ | ১০৫ | ১০০ |
| লেকচার-১৪ | | সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ ও রচনা–২:<br>সারাংশ/সারমর্ম (গদ্য ও পদ্য), ভাব-সম্প্রসারণ।<br>রচনা (ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, রাজনৈতিক বিষয়াবলি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিয়ষক) | ৮০ | ৯৫ | | | |

# অক্ষর (SYLLABLE)

❖ ইংরেজি Syllable এর বাংলা পরিভাষা হল অক্ষর। কোন একটি শব্দের যতটুকু এক প্রয়াসে (কোন গ্যাপ ছাড়া) উচ্চারণ করা যায় এতটুকুকে একটি অক্ষর বলে। নিচের উদাহরণ গুলো লক্ষ করুন-

| শব্দ | অক্ষর সংখ্যা |
|---|---|
| মন | ০১ |
| ধন | ০১ |
| ধান | ০১ |
| বাঁশ | ০১ |
| গোলাপ | ০২ |
| বন্ধন | ০২ |
| বিশ্ববিদ্যালয় | ০৫ |

✪ মনে রাখুন, বাংলায় একাক্ষর শব্দের আ এবং ও কিছুটা দীর্ঘ হয়।

# অক্ষর (SYLLABLE)

❖ **অক্ষরের প্রকারভেদ:** বাংলায় অক্ষর প্রধানত ২ প্রকার-

(১) **মুক্তাক্ষর:** যদি শব্দের শেষ ধ্বনি টেনে লম্বা করা যায় তবে সেটি মুক্তাক্ষর।

**যেমন:** পানি, বাবা, মা, আলোকিত, বিদেশি ইত্যাদি।

(২) **বদ্ধাক্ষর:** যদি শব্দের শেষ ধ্বনি টেনে লম্বা করা না যায় তবে সেটি বদ্ধাক্ষর।

**যেমন:** মন, ধন, রাত, কলম ইত্যাদি।

# শব্দ

❖ **শব্দ:** অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে। ব্যাকরণের ভাষায়, এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশ করলেই তাকে শব্দ বলে। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "অর্থযুক্ত ধ্বনিকে বলে শব্দ। কোনো বিশেষ সমাজের নর-নারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থযুক্ত ধ্বনি হচ্ছে, সেই সমাজের নর-নারীর ভাষার শব্দ।" অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।" **যেমন:** কলম, দেশ, পেয়ারা, তরমুজ, মানুষ ইত্যাদি।

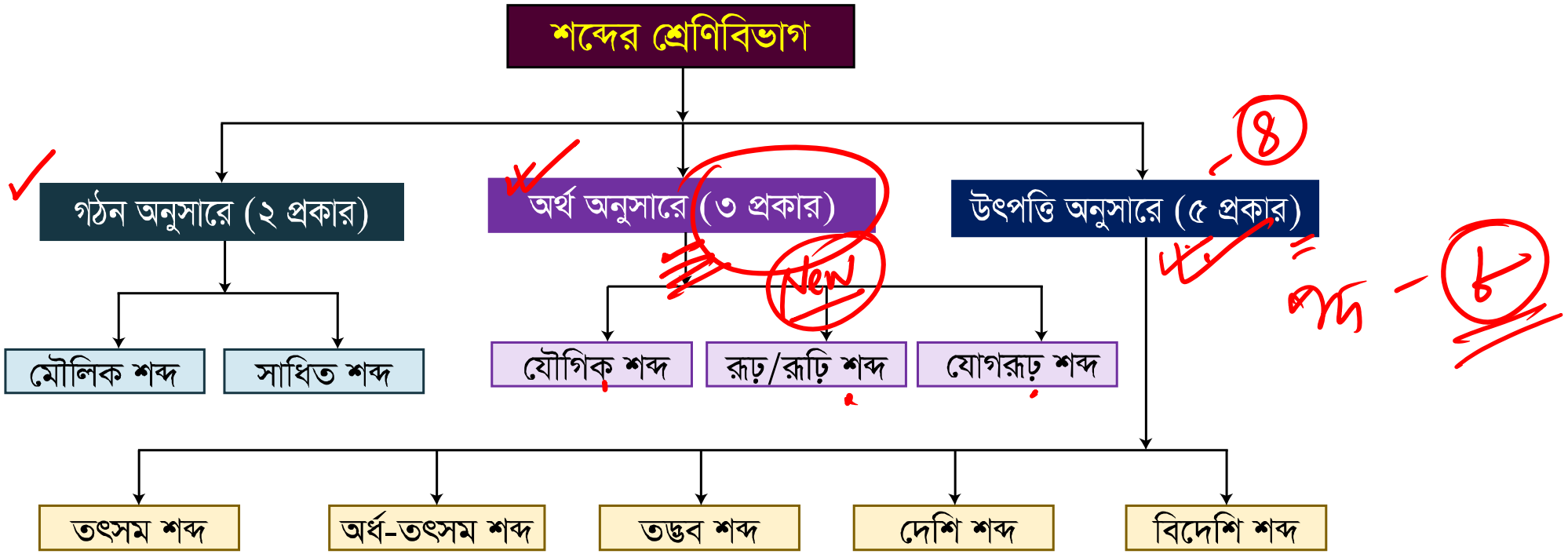

## গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

- **মৌলিক শব্দ:** যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, আর ভেঙে আলাদা করা গেলেও যথোপযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। **যেমন:** মা, ভাত, পথ, গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

- **সাধিত শব্দ:** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।
  **উদাহরণ:** চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুবুরি (ডুব্ + উরি), চলন্ত (চল্ + অন্ত), গরমিল (গর + মিল) ইত্যাদি।

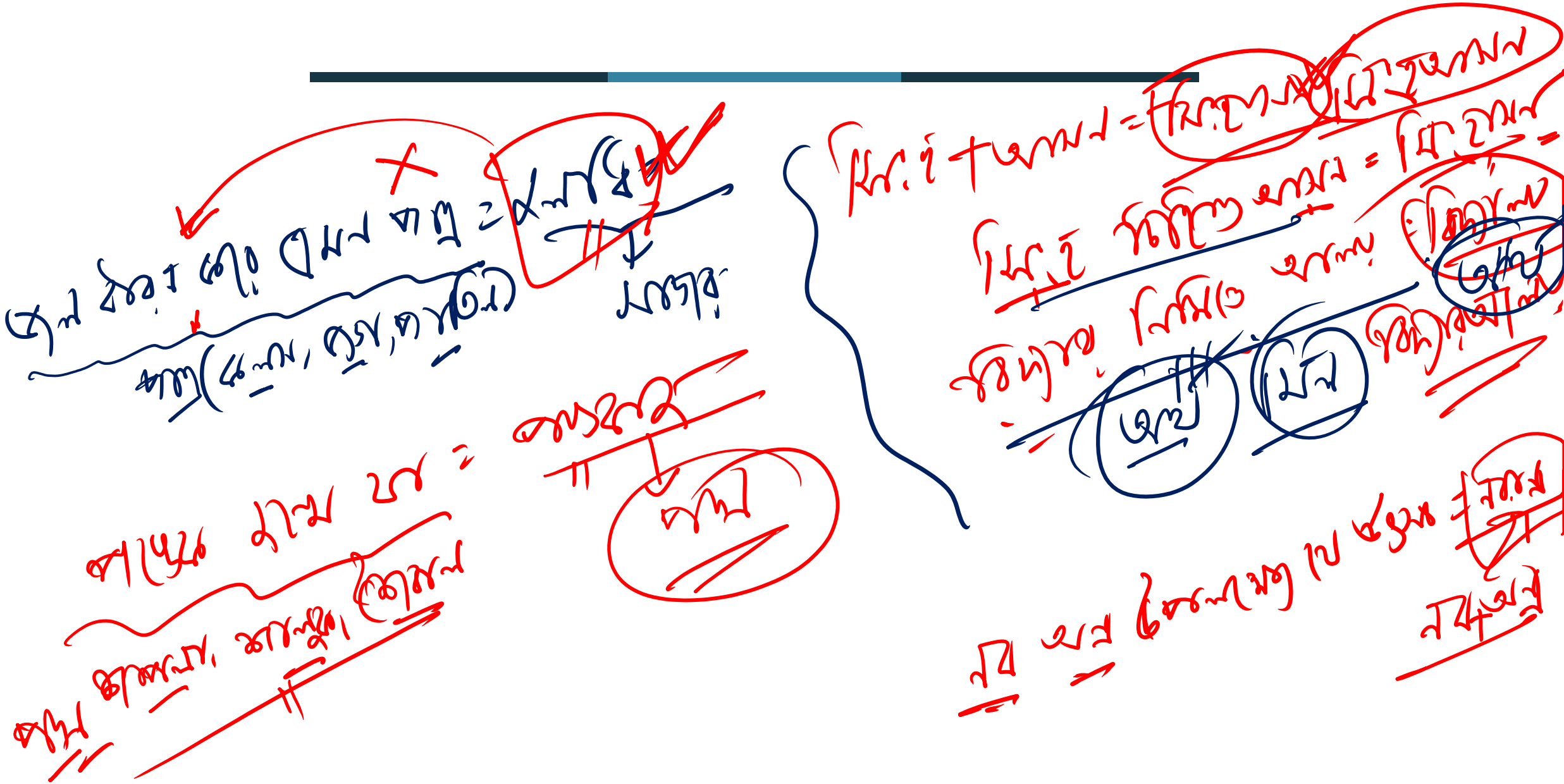

# শব্দ

❖ অর্থের দিক থেকে বাংলা শব্দ ৩ প্রকার।

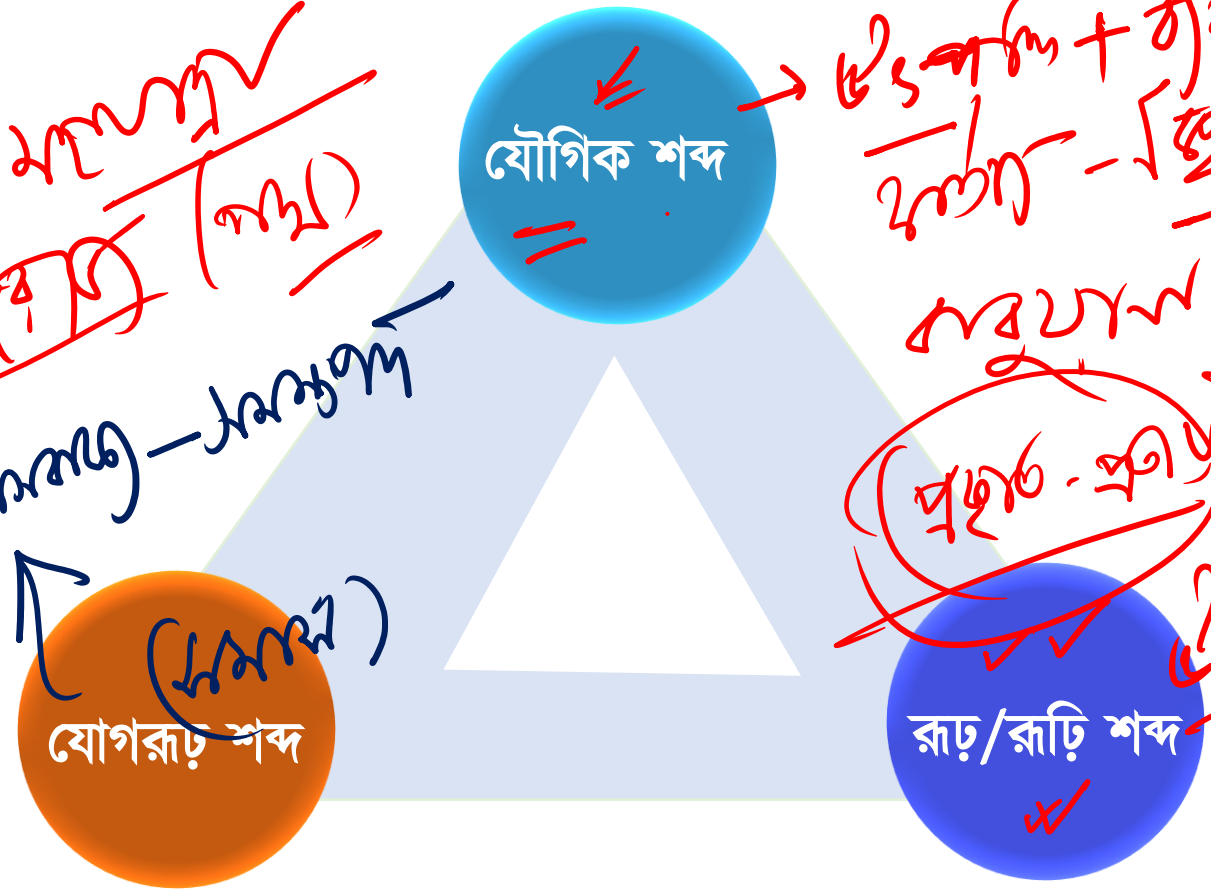

## অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

❑ **যৌগিক শব্দ:** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

| মূল শব্দ | ব্যুৎপত্তিগত অর্থ | ব্যবহারিক অর্থ |
|---|---|---|
| গায়ক (গৈ + ণক/অক) | গান করে যে | গান করে যে |
| কর্তব্য (কৃ + তব্য) | যা করা উচিত | যা করা উচিত |
| পাগলামি (পাগল + আমি) | পাগলের মতো স্বভাব | পাগলের মতো স্বভাব |
| দৌহিত্র (দুহিতা + ষ্ণ্য) | কণ্যার পুত্র, নাতি | কণ্যার পুত্র, নাতি |

# শব্দ

❑ **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ:** যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।

| মূল শব্দ | ব্যুৎপত্তিগত অর্থ | ব্যবহারিক অর্থ |
|---|---|---|
| বাঁশি | বাঁশ দিয়ে তৈরি যেকোন বস্তু | বাদ্যযন্ত্র |
| প্রবীণ | প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি | অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি |
| সন্দেশ | সংবাদ | মিষ্টান্ন বিশেষ |
| তৈল | তিলজাত স্নেহ পদার্থ | যেকোনো উদ্ভিজ্জজাত স্নেহ পদার্থ |

❑ **যোগরূঢ় শব্দ:** সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে।

| মূল শব্দ | ব্যুৎপত্তিগত অর্থ/সমাস নিষ্পন্ন অর্থ | ব্যবহারিক অর্থ |
|---|---|---|
| পঙ্কজ | পঙ্কে জন্মে এমন উদ্ভিদ। যেমন: শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি। | পদ্মফুল |
| রাজপুত | রাজার পুত্র | জাতি বিশেষ |
| মহাযাত্রা | মহাসমারোহে যাত্রা | মৃত্যু |
| জলধি | জল ধারণ করে এমন | সমুদ্র |

# উৎস/উৎপত্তি অনুসারে শব্দের প্রকারভেদ

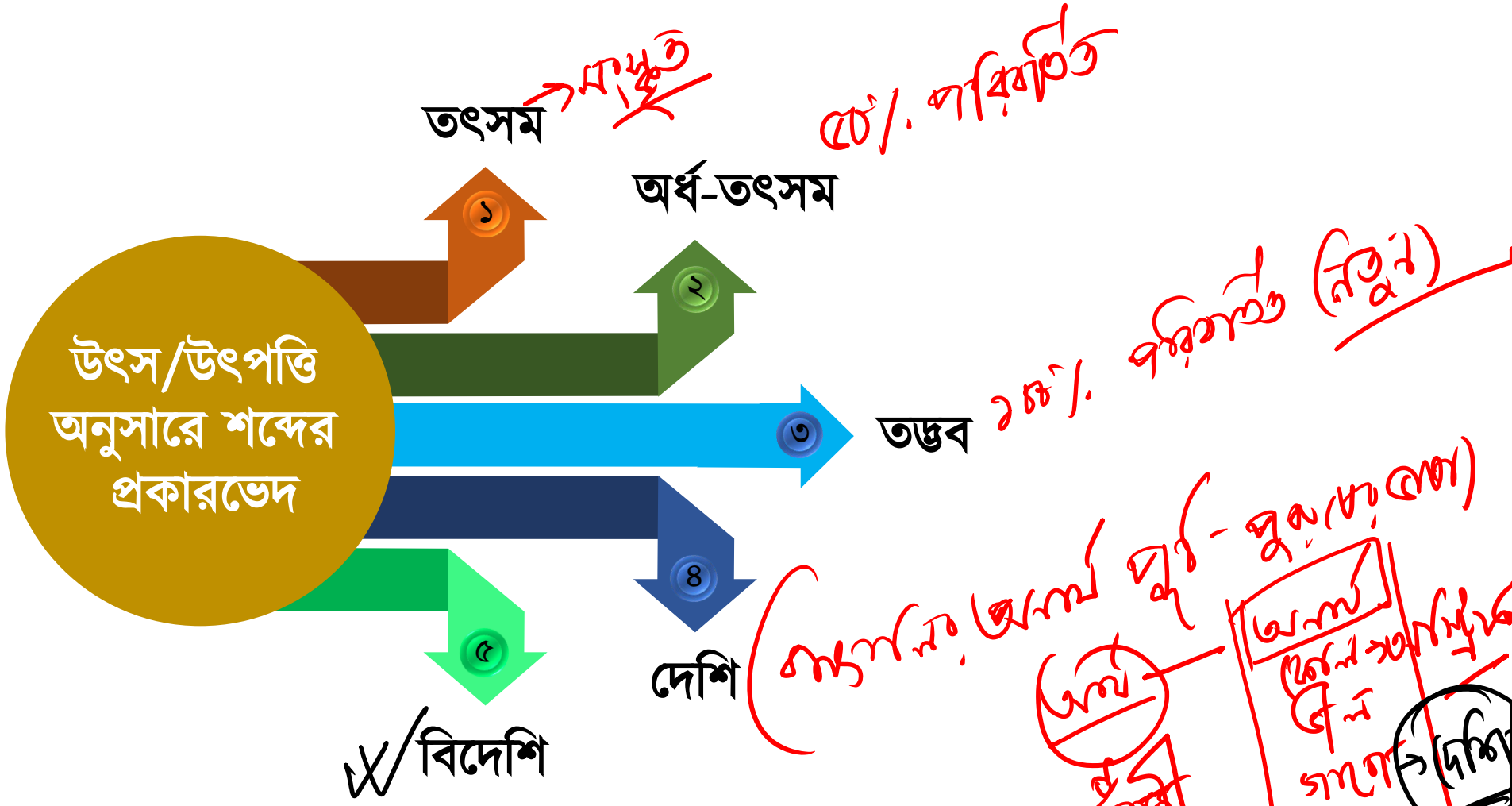

## উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

- **তৎসম শব্দ:** যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার) + সম (সমান)] – তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেমন: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

- **তদ্ভব শব্দ:** যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, ['তৎ' (তার) থেকে 'ভব' (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন। যেমন:

| সংস্কৃত | প্রাকৃত | তদ্ভব | সংস্কৃত | প্রাকৃত | তদ্ভব |
|---|---|---|---|---|---|
| চর্মকার | চম্মআর | চামার | প্রস্তর | পত্থর | পাথর |
| বৎস | বচ্ছ | বাছা | ভক্ত | ভত্ত | ভাত |
| বধূ | বহূ | বউ | হস্ত | হত্থ | হাত |

# উৎস/উৎপত্তি অনুসারে শব্দের প্রকারভেদ

| তৎসম | প্রাকৃত | তদ্ভব |
|---|---|---|
| সর্ব | সব্ব | সব |
| দুগ্ধ | দুদ্ধ | দুধ |
| হস্ত | হত্থ | হাত |
| চন্দ্র | চন্দ | চাঁদ |
| কর্ণ | কন্ন | কান |
| পাদ | পাত্ত | পা |
| সর্প | সপ্প | সাপ |
| চর্মকার | চম্মআর | চামার |
| মৎস | মচ্ছ | মাছ |

✪ বাংলা ভাষার শতকরা **৫২টি** শব্দই তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম। **(উৎস**-কতো নদী সরোবর, ড. হুমায়ুন আজাদ**)**

# শব্দ

❑ **অর্ধ-তৎসম শব্দ:** বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ-তৎসম মানে আধা সংস্কৃত।

| তৎসম | অর্ধ-তৎসম | তৎসম | অর্ধ-তৎসম | তৎসম | অর্ধ-তৎসম |
|---|---|---|---|---|---|
| জ্যোৎস্না | জোছনা | চন্দ্র | চন্দ | বৈষ্ণব | বোষ্টম |
| শ্রাদ্ধ | ছেরাদ্দ | সূর্য | সুরুজ | প্রীতি | পিরিতি |
| কৃষ্ণ | কেষ্ট | পত্র | পত্তর | মিত্র | মিত্তির |
| গৃহিণী | গিন্নি | পুরোহিত | পুরুত | নিমন্ত্রণ | নেমন্তন্ন |

# উৎস/উৎপত্তি অনুসারে শব্দের প্রকারভেদ

❑ **দেশি শব্দ:** বাঙালি জাতি আর্য ও অনার্য মিলে সংকর জাতি। বাঙালি জাতির অনার্য পূর্বপুরুষের (যেমন, কোল, ডীল, গারো, মুন্ডা, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো) মুখের অনেক শব্দই এখনো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ গুলোই দেশি শব্দ।

➲ **যেমন:** ঢেঁকি, পাতিল, ঝাটা, সেঁউতি, টেংরা, ঝোল, ডাব, গজার, কাতলা, আলু ইত্যাদি।

❑ **বিদেশি শব্দ:** অনেক বিদেশি ভাষার শব্দ সময়ের সাথে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত। এই শব্দগুলোই বিদেশি শব্দ। যেমন-

❖ **ফারসি শব্দ:** বাদশা, সালিশ, রোযা, নামায, ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌ত, কাজী, পেশকার, ফৌজদারী, জায়নামাজ, খোদা, দোজখ, বদমাস, হাঙ্গামা, আসমান, কারিগর ইত্যাদি।

# উৎস/উৎপত্তি অনুসারে শব্দের প্রকারভেদ

- **আরবি শব্দ:** আল্লাহ, ইসলাম, সালাত, সাওম, জান্নাত, জাহান্নাম, গোসল, কেয়ামত, কুরআন, আদালত, কিতাব, দোয়াত, নগদ, বাকি, ইশারা, খবর, খয়রাত ইত্যাদি।
- **ফরাসি:** রেস্তোরাঁ, কার্তুজ, কুপন, ডিপো, বুর্জোয়া, মাদাম, গ্যারেজ, ব্যালে, মেনু, রেনেসাঁ, পিজা ইত্যাদি।
- **পর্তুগীজ শব্দ:** আনারস, আলপিন, চাবি, পাউরুটি, পেয়ারা, কাকাতুয়া, কেরানি, গীর্জা, পাদ্রী, সাবান, সালমা, ফিতা, ইংরেজ, গামলা, বোতল, বালতি ইত্যাদি।
- **ইংরেজি:** অফিস, স্কুল, ফোন, টেবিল, ফ্যান, পেন্সিল, ফুটবল, এসিড, টয়লেট, শেল্‌ফ, ইন্টারনেট, বাক্স, মোবাইল, কম্পিউটার, ফ্যাশন, মিটিং, লাগেজ ইত্যাদি।
- **ওলন্দাজ শব্দ:** ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।
- **হিন্দি শব্দ:** পুরি, পানি, দাদা, নানা, মিঠাই, কাহিনি, চানাচুর, টহল, বাচ্চা ইত্যাদি।
- **ইতালিয়ান শব্দ:** সনেট, ম্যাজেন্টা, মাফিয়া ইত্যাদি।

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

❖ **শব্দ গঠন:** শব্দ গঠন বলতে শব্দ তৈরী করার বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

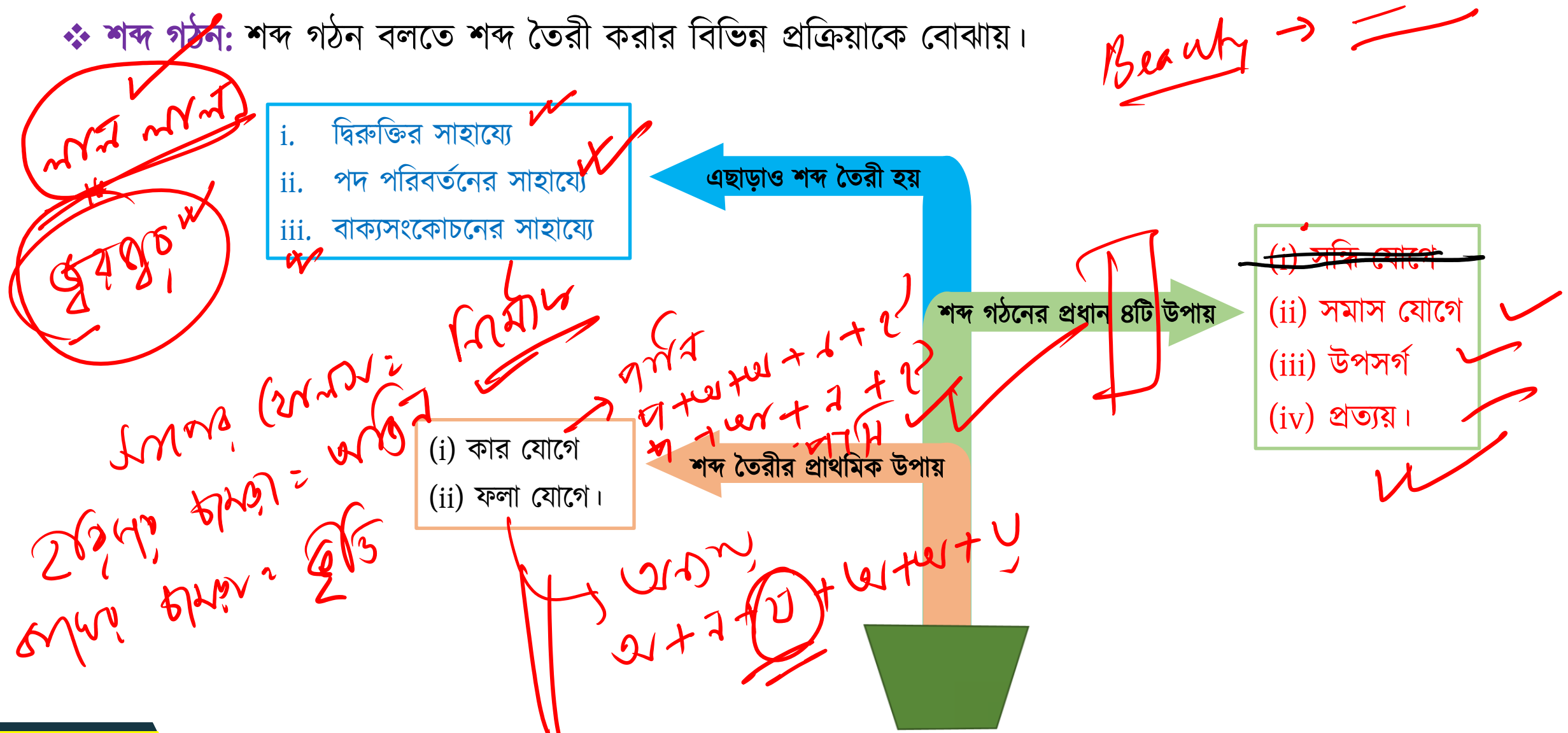

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ এখানে উপসর্গযোগে সম্পূর্ণ নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরী হয়েছে। যেমন-

➲ সু + কাজ = সুকাজ (অর্থের সম্প্রসারণ)

➲ কু + কাজ = কুকাজ (অর্থের সংকোচন)

| বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপসর্গ | |
|---|---|
| বাংলা উপসর্গ | ২১ টি |
| সংস্কৃত উপসর্গ | ২০ টি |
| আরবি উপসর্গ | ০৬ টি |
| ফারসি উপসর্গ | ১০টি |
| এছাড়াও ইংরেজি উপসর্গ (prefix) রয়েছে | |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ **উপসর্গের সাহায্যে শব্দ গঠন:**

| | |
|---|---|
| নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি | পরি + হার = পরিহার। |
| শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন | পরি + শ্রান্ত = পরিশ্রান্ত। |
| শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ | অতি + কায় = অতিকায়। |
| শব্দের অর্থের সংকোচন | কু + কাজ = কুকাজ। |
| শব্দের অর্থের পরিবর্তন | ইতি + কথা = ইতিকথা। |

উপসর্গ হল কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ যাদের নিজস্ব বা স্বাধীন কোন অর্থ নেই। তবে উপসর্গ অন্য শব্দের পূর্বে বসে ঐ শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে অথবা নতুন শব্দ তৈরী করে। যেমন-

| | | |
|---|---|---|
| প্র | হার | প্রহার |
| বি | | বিহার |
| অনা | | অনাহার |
| পরি | | পরিহার |
| উপ | | উপহার |
| আ | | আহার |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

## ❖ বাংলা উপসর্গ-

বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

| উপসর্গ | উদাহরণ |
|---|---|
| অ | অকেজো, অচেনা, অপয়া |
| | অচিন, অজানা, অথৈ |
| | অঝোর, অঝোরে |
| অঘা | অঘারাম, অঘাচণ্ডী |
| অনা | অনাবৃষ্টি, অনাদর |
| | অনাসৃষ্টি, অনাচার |
| | অনামুখো |
| আ | আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি |
| | আকাঠা, আগাছা |
| আড় | আড়চোখে, আড়নয়নে |
| | আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা |
| | আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

## ❖ তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গযোগে শব্দগঠন

তৎসম উপসর্গ বিশটি: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ। তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে।

| উপসর্গ | উদাহরণ |
|---|---|
| প্র | প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত |
| | প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব |
| | প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার |
| | প্রবেশ, প্রস্থান |
| পরা | পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ |
| | পরাজয়, পরাভব |
| অপ | অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ |
| | অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ |
| নি | নিবৃত্তি |
| | নিদাঘ, নিদারুণ |
| | নিষ্কলুষ, নিষ্কাম |
| উপ | উপকূল, উপকণ্ঠ |
| | উপদ্বীপ, উপবন |
| | উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা |
| | উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ **আরবি উপসর্গ (০৬):** ➲ আম, খাস, লা, গর, বাজে, খয়ের। আরবি উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন-

| | | | |
|---|---|---|---|
| আম | আমজনতা | গর | গরমিল |
| খাস | খাসকামরা | বাজে | বাজেকথা |
| লা | লাপাত্তা | খয়ের | খয়ের খাঁ |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

## ❖ ফারসি উপসর্গ (১০টি)

➲ ফারসি দেশের বর বলেছে, ফি-বছর বদ নিমের দরকার কম হবে না।

**উদাহরণ-**

| উপসর্গ | উপসর্গ সাধিত শব্দ |
|---|---|
| বর | বরবাদ |
| ব | বমাল |
| ফি | ফি বছর |
| বদ | বদমেজাজ |
| নিম | নিমরাজি |

| উপসর্গ | উপসর্গ সাধিত শব্দ |
|---|---|
| দর | দরপতন |
| কার | কারখানা |
| কম | কমবখত |
| বে | বেয়াদব |
| না | নালায়েক |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

## ❖ ইংরেজি উপসর্গ

| উপসর্গ | উদাহরণ |
|---|---|
| ফুল | ফুল – হাতা, ফুল – শার্ট, ফুল – বাবু, ফুল – প্যান্ট |
| হাফ | হাফ – হাতা, হাফ – টিকেট, হাফ – স্কুল, হাফ – প্যান্ট |
| হেড | হেড – মাস্টার, হেড – অফিস, হেড – পণ্ডিত, হেড – মৌলবি |
| সাব | সাব – অফিস, সাব – জজ, সাব – ইন্‌সপেক্টর |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন)

**প্রত্যয় দুই প্রকার-**

(i) **কৃৎ প্রত্যয়:** এটি ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যুক্ত হয়।

➲ যেমন: √চল্ + অন্ত = চলন্ত।

(ii) **তদ্ধিত প্রত্যয়:** এটি শব্দ বা নাম মূলের পরে যুক্ত হয়।

➲ যেমন: ঢাকা + আই = ঢাকাই।

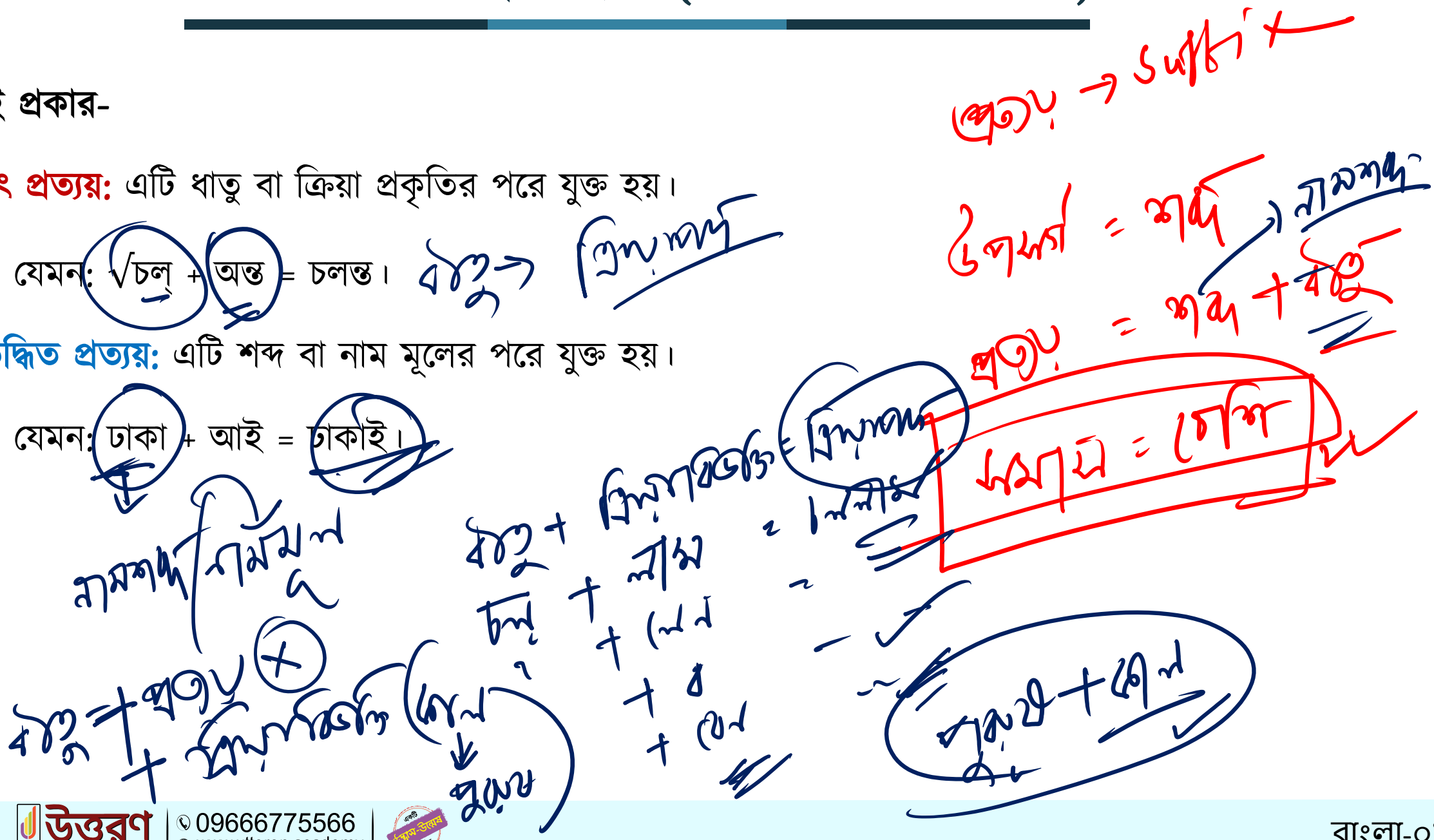

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন)

❖ কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ

| প্রত্যয় সাধিত শব্দ | মূল শব্দ |
|---|---|
| √চল্ + অন্ত | চলন্ত |
| √চল্ + অন | চলন |
| √কিন্ + আ | কেনা |
| √রাধ্ + উনি | রাধুনি |
| √কাদ্ + না | কান্না |
| √খেল + অনা | খেলনা |
| √ডুব + উরি | ডুবুরি |
| √শিখ + আই | শিখাই |
| √পঠ + অক | পাঠক |

# শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন)

❖ তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ--

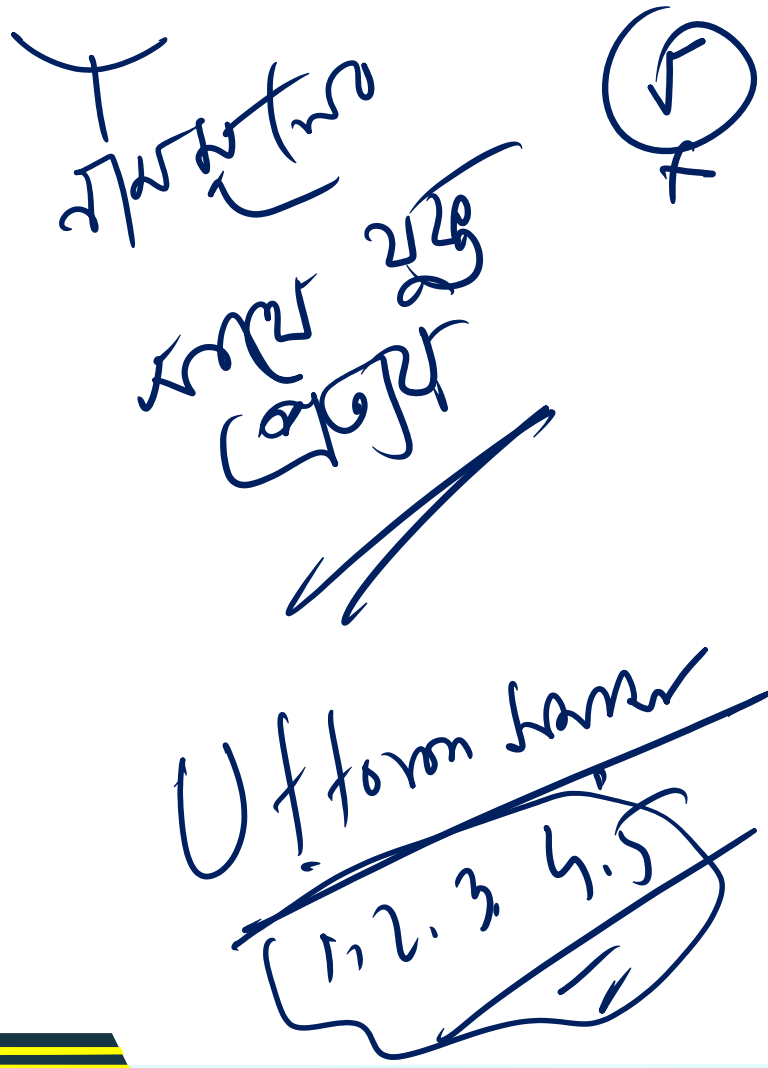

| প্রত্যয় সাধিত শব্দ | মূল শব্দ |
|---|---|
| বাঘ + আ | বাঘা |
| হাত + আ | হাতা |
| কানু + আই | কানাই |
| মিঠা + আই | মিঠাই |
| মনু + ষ্ণ | মানব |
| বাবু + আনা | বাবুআনা/বাবুয়ানা |
| দার + ওয়ান | দারোয়ান |
| কারি + গর | কারিগর |
| বাগ + চা | বাগিচা |
| শিশু + ষ্ণ | শৈশব |

# বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের উপায়গুলো কী কী? সমাস দ্বারা শব্দ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- প্রতিটি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দগঠন করুন: অনা, আ, পরা, অব, নির, বি। [৪১তম বিসিএস]
- শব্দ গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- নিচের শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন: [৩৫তম বিসিএস]

- কিস্তি
- পুলটিক্স
- টোপর
- সোহাগ
- পাপড়
- ভাত

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy
Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

# BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান
09666775566
www.uttoron.academy